দৈনিক খবর

045

21 JAN 1988
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 1 কলাম 3 ... ...

কাল মেডিকেল কলেজ সমূহের ভর্তি পরীক্ষা হবে

।। মিটফোর্ড রিপোর্টার ।।

চলতি শিক্ষাবর্ষে মেডিকেল কলেজসমূহে প্রথম বর্ষ এমবিবিএস ক্লাসে ভর্তি পরীক্ষা আগামীকাল শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৭৮-৭৯ হতে ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত এ বছরে মেডিকেল কলেজসমূহে ভর্তির নিয়মাবলী পরিবর্তন করা হয়েছে ৬ বার।

দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজের প্রত্যেকটিতে ১৫০টি করে মোট আসন সংখ্যা ১২শ'। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৮ হাজার ৬শ' ৫ জন। তার মধ্যে ৬ হাজার ৮শ' ৩৭ জন ছাত্র এবং এক হাজার ৭শ' ৬৮ জন ছাত্রী। গত শিক্ষাবর্ষে ১২শ'

৩-এর পাতায় দেখুন

কাল মেডিকেল কলেজ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আসনের জন্য ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল ১১ হাজার ৭শ' ১১ জন। চলতি শিক্ষাবর্ষে গত বর্ষের চেয়ে ৩ হাজার ১শ' ৬ জন কম ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে।

শুধুমাত্র ১শ' নম্বরের লিখিত পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকা তৈরী করা হবে। ১২শ' আসনের মধ্যে ৮শ' আসন মেধার ভিত্তিতে পূরণ করা হবে। বাকী ৪শ' আসন জেলা কোটায় বন্টন করে মেধাভিত্তিতে ঐগুলো পূরণ করা হবে। ভর্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে কেবলমাত্র একবারেই মেধাভিত্তিতে অপেক্ষমাণ (ওয়েটিং) তালিকা প্রণয়ন করা হবে। যদি নির্বাচিত কোন ছাত্র/ছাত্রী নির্দিষ্ট সর্বশেষ তারিখে ভর্তি না হবার কারণে বা অন্য কোন কারণে আসন শূন্য থাকে তবে ক্রমাগতভাবে অপেক্ষমাণ তালিকার প্রার্থীদের মধ্য হতে তা পূরণ করা হবে।

চলতি শিক্ষাবর্ষে মোট ৮ হাজার ৬শ' ৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ৩ হাজার ৫শ' ২৫, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে ৮শ' ৫১, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ৯শ' ৯৭, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে ৭শ' ৮০, রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ১ হাজার ১শ' ৯৭, রংপুর মেডিকেল কলেজে ৬শ' ৯২, শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজে (বরিশাল) ৪শ' ৩৮ এবং এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজে (সিলেট) ১শ' ৮৫ জন পরীক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষা দিবে। সকাল ৯টায় স্ব স্ব মেডিকেল কলেজে পরীক্ষা আরম্ভ হবে। কেবলমাত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজে যারা ফরম জমা দিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ছাত্রদের পরীক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে এবং ছাত্রীদের পরীক্ষা ইডেন মহিলা কলেজে অনুষ্ঠিত হবে। ১শ' নম্বরের এ লিখিত পরীক্ষার সময়কাল দু'ঘন্টা। পরীক্ষার্থীদেরকে কমপক্ষে ১৫ মিনিট আগে প্রবেশপত্রসহ পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সূত্রে বলা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর সকল মেডিকেল কলেজের খাতা ঢাকায় এনে পরীক্ষা করা হবে এবং নম্বর দেয়া হবে। ফলাফল এক মাসের মধ্যে পত্রিকার মাধ্যমে ও সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হবে বলে জানা গেছে।

১৯৭৮-৭৯ হতে ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত ভর্তির নিয়মাবলী পরিবর্তন করা হয়েছে ৬ বার। তার মধ্যে ১৯৭৭-৭৮ শিক্ষাবর্ষের ভর্তির নিয়ম পরিবর্তন করে '৭৮-৭৯ ও '৭৯-৮০ শিক্ষাবর্ষে শুধুমাত্র এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। ১৯৮০-৮১ শিক্ষাবর্ষে এসএসসি ও এইচএসসি'র প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা ১০ ভাগ এবং ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ভর্তি করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, তখন ৫০ নম্বরের মধ্যে পাস নম্বর ছিল ২৫। সেই বছর অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী মৌখিক পরীক্ষায় বাদ যায়। ১৯৮১-৮২ শিক্ষাবর্ষে এসএসসি ও এইচএসসি'র প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা ৫ ভাগ এবং লিখিত ৫০ ও মৌখিক ৫০ নম্বরের প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে।

১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত এ নিয়ম পরিবর্তন করে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা ১০ এবং ২০ নম্বরের মৌখিক ও ৮০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। '৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষে শুধুমাত্র ১শ' নম্বরের লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ৮টি মেডিকেল কলেজে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। এ নিয়মানুযায়ী এসএসসি ও এইচএসসি'তে ভাল নম্বরের অধিকারীরা তাদের কৃতিত্বের কোন মূল্য পায়নি।

ওয়েটিং লিস্ট দেয়ার কথা না থাকলেও শেষ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের দাবীর মুখে কর্তৃপক্ষ ওয়েটিং লিস্ট দিয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করান।

চলতি শিক্ষাবর্ষে গত শিক্ষাবর্ষের ভর্তির নিয়মাবলী পরিবর্তন করে নতুন নিয়ম চালু করেছেন। গত বর্ষে প্রার্থীর পরীক্ষা দেয়ার যোগ্যতা ছিলঃ এসএসসি ও এইচএসসি'র মোট নম্বর সর্বনিম্ন ১২শ'। তাতে এসএসসি এবং এইচএসসি'তে অবশ্যই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হতে হবে এ রকম কোন নিয়মের বাধ্যবাধকতা ছিল না। কিন্তু চলতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তির নিয়মাবলীতে বলা হয়েছেঃ প্রার্থীদের যোগ্যতার জন্য বাড়তি নম্বর এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ ব্যতীত এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত সম্মিলিত নম্বরের ন্যূনতম ৬০ শতাংশ নম্বর অবশ্যই থাকতে হবে। যেসব প্রার্থী ১৯৮৩ সালের পূর্বে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তারা আবেদন করার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত নয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে বলা হয়েছে। ১৯৮৭ সালে এইচএসসি এবং ১৯৮৫ সালে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরকে শুধুমাত্র নিয়মিত প্রার্থী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ১৯৮৫ সালের পূর্বে এসএসসি পাস করেছে তারা অনিয়মিত প্রার্থী বরং সেক্ষেত্রে প্রার্থীদের এসএসসি পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত নম্বর হতে প্রতি বছরের জন্য ২৫ নম্বর বাদ দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে যেসব প্রার্থী এসএসসি পরীক্ষায় পূর্ববর্তী ফলাফল বা বিভাগ উন্নয়নতর পরীক্ষায় আকাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করেছে তাদেরকেই অনিয়মিত বলে গণ্য করা হয়েছে। তবে তাদের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সর্বমোট নম্বর হতে ১০ নম্বর বাদ দেয়া হয়েছে। সকল অনিয়মিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অনিয়মিতার জন্য বাদ দেয়া নম্বরের পরে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ন্যূনপক্ষে সর্বমোট ১২শ' নম্বরের প্রয়োজন।

সংরক্ষিত আসন

বাংলাদেশ উপজাতীয় ও বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা যথাক্রমে ১৬ ও ৫০টি। পার্বত্য অঞ্চলের জেলাসমূহ যথাঃ রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবনের উপজাতীয় প্রার্থীদের জন্য ১২টি, বৃহত্তর সিলেট জেলার উপজাতীয় প্রার্থীদের জন্য ২টি এবং অন্যান্য জেলার উপজাতীয় প্রার্থীদের জন্য ২টি আসন সংরক্ষিত থাকবে। এ সংরক্ষিত আসনসমূহ ১২শ' আসনের অতিরিক্ত। সংরক্ষিত ৫০টি আসনে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ব্যতীত বাকী ৭টি মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়।

কিছু নির্দেশ—

সংশ্লিষ্ট সূত্রে বলা হয়েছেঃ মেডিকেল কলেজসমূহে আবাসিক ব্যবস্থা অপ্রতুলতার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তির পর স্ব স্ব আবাসিক ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে।

ভর্তির পর এক মেডিকেল কলেজ হতে অন্য মেডিকেল কলেজে মাইগ্রেশনের অনুমতি দেয়া হবে না এবং এর জন্য আবেদনও গ্রহণ করা হবে না। এমবিবিএস পাস করার পর সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজে এক বছরের ইন্টার্নীশীপ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যাপারে অন্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সুযোগ প্রদান করা হবে না। ইন্টার্নীগণ প্রশিক্ষণ সমাপনের পরে তাদের সরকারী চাকরি দেয়ার কোন নিশ্চয়তা দেয়া যাবে না।